পর্বঃ২
ঢাকার চক বাজার পৌঁছে স্কুটারটা বাইক ষ্টেন্ডে দাঁড় করিয়ে মহাজনের দোকান পৌছাল পল্লবী।
‘আরে এ কি করেছিস বেটী,এই দূর্যোগের দিনে,এতো বাদল বৃষ্টিতে চলে এলি?আমাকে ফোন করে বললেই পারতিস।‘
‘না না বাবু,আজ লাষ্ট ডেট,সন্ধ্যের ট্রেনে আপনার লোক সিলেট যাবে,তাঁতিদের সময় মতো টাকা দিতে হবে তো।
‘ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি লজ্জায় ফেলে দিলি তুই,তোর টাকাটা না পেলে কি তোর অর্ডারটা আমি দিতাম না? টাকা তো আমিই দিয়ে দিতাম।‘
‘জানেন তো বাবু,সারা বছরের রোজগার এই পূজোর সময়,এখন আপনার বিশ্বাস ভঙ্গ করলে আর কি আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?’
‘বেটী,ভগবানকা ঘরমে দের হ্যায়,আঁন্ধের নেহি। সব ঠিক হোয়ে যাবে’
বাংলাটা ভালোই জানেন রাকেশ শর্মা। আজ তাঁর এই চক বাজারের বিশাল কাপড়ের দোকান,একসময় ওরই মতো ঢাকায় ফেরী করতো রেডিমেড জামা পেন্টের।তারপর নরসিংদী ছোট্ট দোকান চালিয়েছেন পনের বছর।এখন তাঁর কাপড়ের হোলসেল ব্যবসা। পল্লবীর দেওয়া টাকাটা গুনে নিয়ে ক্যাশবাক্সে রেখে বলেন,’শোন এবার তোকে কিছু সাউথ বাবুরহাটের তাঁতিদের শাড়ী দেব,ঢাকার মসলিন তাঁতিদের আদলে বাঙ্গালী শাড়ীও পেয়ে যাবি।কিছু অবাঙ্গালী খদ্দের জুটিয়ে নে। ব্যবসাটা বড় কর। ও হ্যাঁ,তোর ছেলে কি এখনও হাঁটতে পারে না?’
‘না বাবু।‘
কোন নিউরোলজিষ্ট দেখিয়েছিস?
‘দেখিয়েছি,বলল, অপারেশান করতে হবে,গর্ভাবস্থায় থাকার সময় ডানপাটা বেঁকে গেছে।সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে কখনই হাঁটতে পারবে না।‘